ভোরের কাগজ

তারিখ ... SEP. 1999

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

27

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী ২০-৯-৯৯ তারিখ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ চালু হওয়ার প্রাক্কালে ছাত্র/ছাত্রী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের আহ্বান। (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখের সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত)

দীর্ঘ এক মাস বর্ষাকালীন ছুটি শেষে গত ১লা আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ পুনরায় চালু হওয়ার কথা থাকলেও ক্যাম্পাসে চলাচলকারী বাস বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। পরবর্তীকালে গত ১২ই আগস্ট শাহ-আমানত হলে আরো একটি অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখাসহ আবাসিক হলসমূহ খালি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সিন্ডিকেট বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয় একদিনের জন্যও অনির্দিষ্টভাবে বন্ধ থাকুক এটা কারও কাম্য হতে পারে না।

১২ই আগস্ট যদি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না হতো তাহলে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্র/ছাত্রীর পরীক্ষা শুরু বা সমাপ্ত হতো। ১লা আগস্ট হতে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরা প্রায় সকলে পরীক্ষা দিতে ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছিলো। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকাতে তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য, দু'একটি বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরীক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কার্যক্রম ও একাডেমিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়াতে একদিকে বিরাজমান সেশনজট যেমন দীর্ঘায়িত হয়েছে অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করেন। লিয়াজোঁ কমিটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে সিন্ডিকেট আগামী ২০-৯-৯৯ তারিখ হতে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে আন্তঃ ক্যাম্পাস বাস আংশিকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অনির্ধারিত বন্ধের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার প্রতিবিধানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানগত কারণে এখানে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। এ সকল সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ওয়াকেবহাল এবং পর্যায়ক্রমে সমস্যাসমূহ সমাধান করতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করছে। কাটাপাহাড় রাস্তায় চলাচলের জন্য ছাউনি নির্মাণ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, শহরে গ্রন্থাগারের একটি শাখা স্থাপন, রেল লাইন সংস্কার ও বগিবৃদ্ধিসহ অন্যান্য ভৌত ও কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের পরামর্শে ইতোমধ্যে একটি আবাসিক হল ও টিএসসি কাম সিনেট ভবন নির্মাণের জন্য সরকারের নিকট নয় কোটি বত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার দুটি প্রকল্প পেশ করা হয়েছে যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য, মুক্ত মঞ্চ নির্মাণের ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সকলের সার্বিক সহযোগিতা পেলে এই সকল কার্যক্রম/প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট আশা করে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত হাজার হাজার ছাত্র/ছাত্রী ও অভিভাবক এবং সর্বোপরি দেশের স্বার্থে ২০-৯-৯৯ তারিখ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে চালু করা সম্ভব হয় তার জন্য সকল ছাত্র সংগঠন, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহায়তা করবেন।

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

চস-৫০৫/৯৯ (৮"x৩)